[redacted] 20 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৪.....

দৈনিক সংবাদ

জনপ্রশাসন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন অনিশ্চিত

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥ জনপ্রশাসন সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দু'টি কমিটি গঠন করা ছাড়া বর্তমান সরকারের ৬ মাসের শাসনামলে এ সম্পর্কিত কোন কাজই হয়নি।

আওয়ামী লীগ আমলে গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রশাসনের সংস্কারের লক্ষ্যে মোট '৫শ' ৯৮টি সুপারিশ প্রণয়ন করে। তার মধ্যে অন্তর্বর্তী সুপারিশ ৩০টি। গত বছরের ৩০শে জুন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়। তবে এ কমিশনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার একজন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি সেল গঠন করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের যেসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে ৭ সদস্যবিশিষ্ট সচিব কমিটি। পরবর্তীকালে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে একটি মন্ত্রিপরিষদ কমিটিও গঠন করা হয়। প্রথমদিকে সচিব কমিটি দু'দফা বৈঠকে বসে, তবে মন্ত্রিসভা কমিটির কোন সভাই অনুষ্ঠিত হয়নি। তারপর থেকে ওই দুটি কমিটির কোন তৎপরতাই নেই। সেলের মেয়াদ নির্ধারিত আছে মে মাস পর্যন্ত। সেলের জন্য বাজেট বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল; কিন্তু ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন কার্যক্রম সংস্কার ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

সংস্কার ঃ কর্মসূচি

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

নেয়া হয়নি।

ইতোপূর্বে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের মাত্র ৬টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ নাগরিকদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় ব্যবস্থা, বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রবেশপথে পত্র গ্রহণ, ভ্রমণ কর আদায় সহজ করা, চালু আইন-কানুন, বিধি-বিধান, আদেশ ইত্যাদির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কিত শ্লোগান এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিলের ছক প্রণয়ন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে ন্যায়পাল নিয়োগের সুপারিশ করে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। সুপারিশটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (ব্যানবেইস) মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করা, সরবরাহ পরিদর্শন অধিদপ্তর ও বস্ত্র পরিদপ্তর বিলুপ্ত করা এবং যমুনা সেতু বিভাগকে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সঙ্গে একীভূত করার সুপারিশও পর্যালোচনা করে সচিব কমিটি। ব্যানবেইসকে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করার ব্যাপারে সচিব কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত চায়। যমুনা সেতু বিভাগকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে, তবে সরবরাহ পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বস্ত্র পরিদপ্তর বিলুপ্তির বিষয়টি পর্যালোচনাধীন আছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধার প্রাধান্য নিশ্চিত করার সুপারিশ করে। এ ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপন করার জন্য সচিব কমিটি নির্দেশ দেয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে। বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনাধীন আছে বলে জানা যায়।